***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 348 – 356*
*Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*e ISSN : 2583 – 0848*

# সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে একজন দলিত নেতা : যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল ও একটি বিস্মৃত স্বপ্ন

বিশ্বজিৎ পাল
সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
ইমেইল : biswajit-paul@skbu.ac.in

## Keyword
দলিত, রাষ্ট্র, জাত, শ্রেণী, জাত পরিচিতি, রাজনীতি।

## Abstract
যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, স্বাধীনতা পূর্বের বাংলার তথা ভারতের একজন দলিত নেতা যিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সমাজে একটি বিস্মৃত নাম। ইতিহাসের পাতা ওলটালে আমরা দেখতে পাবো মণ্ডল কীভাবে আম্বেদকরকে তৎকালীন বাংলা প্রদেশ থেকে গণপরিষদে পাঠিয়েছিলেন। আজকে আম্বেদকরের যে জয়গান আমরা নির্দ্বিধায় করি, তার পিছনের কারিগর এই বিস্মৃত যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। তিনি শুধুমাত্র একজন দলিত নেতা নন, ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে অসংরক্ষিত সিটে কংগ্রেসের প্রার্থী জমিদার সরল দত্তকে পরাজিত করেছিলেন, বাংলা প্রদেশের মন্ত্রী এবং ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লিগের সমর্থনে আইন মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর তিনি পাকিস্তানের প্রথম আইন মন্ত্রী এবং স্পিকার ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রিক অবস্থান, মণ্ডলকে কখনো নমঃশূদ্র জাতের নেতা হিসেবে সুবিধা দিয়েছে, আবার কখনো অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে ১৯৫০ সালে মণ্ডল যখন পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে তার মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এবং একজন শরণার্থী হিসাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করলেন তখন তার জাত ও রাজনৈতিক পরিচিতির অসুবিধাগুলি ফুটে ওঠে, কারন তার রাজনৈতিক পরিচিতিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হয়েছিল। মণ্ডলকে কোন ভাবেই তার রাজনৈতিক কর্মের পিছনে নিছু জাতের মানুষের উন্নয়ন করার প্রবনতাকে বা দর্শনকে বিচার করা হয় নি। তৎকালীন ভদ্রলক জাত গোষ্ঠী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'প্রভাবশীল আধিপত্যকারী রাজনৈতিক শক্তি' (Dominant hegemonic political force) মণ্ডলকে কখনই সমালোচনার বাইরে রাখে নি। তা সত্তেও মণ্ডল কিছু স্বপ্ন নিচু জাতের লোকেদের জন্য দেখেছিলেন। মণ্ডল জাত ব্যাবস্থার সাথে রাষ্ট্র, জাত ব্যাবস্থার সাথে শ্রেণী, কখনো ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে যুক্ত করে দেখেছেন। ফলে তিনি একটি ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

এই প্রবন্ধে আমি মণ্ডলের সেই স্বপ্ন গুলো নিয়ে, যেগুলি আদতে তার দর্শন, একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপট হিসাবে জাত-রাষ্ট্রের সম্পর্ককে আমার আলোচনার মধ্যে এনেছি এবং

কিছু যুক্তি- বিতর্ক তুলে ধরে মণ্ডলের দর্শনকে ঐতিহাসিক পদ্ধতির সাহায্যে গৌণ তথ্য ভিত্তিক গুণগত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছি এবং মণ্ডলের দর্শন বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার পিছনের রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

## Discussion

**ভুমিকা** - দলিত শব্দটি বর্তমান সময়ের সমাজনীতি ও রাজনীতি অধ্যয়ন এবং গবেষণা স্তরে বহুল চর্চিত- বিশ্লেষিত। দলিত শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়, এটি একটি ধারনা- সামাজিক ধারনা। ব্রাহ্মন্যবাদ দ্বারা পরিচালিত সমাজে একটি জনগোষ্ঠীকে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং কিছু অংশে রাজনৈতিক ভাবে মুল স্রোত থেকে বিছিন্ন করে রাখার প্রবনতা আমাদের ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী ঘটনা। কালের নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন ব্যাক্তির আগমন আমাদের সমাজে হয়েছে- বি. আর. আম্বেদকর থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পেরিয়ার, কাশীরাম- তারা এই জাত প্রথার বিরুদ্ধে, জাত প্রথার দ্বারা শোষিত- বঞ্চিত জনগনের নাগরিক অধিকারের জন্য লড়াই করেছে। পশ্চিমের সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণ প্রথার উপস্থিতি যেমন ভাবে ঐতিহাসিক সময় থেকে পরিলক্ষিত তেমন ভাবে ভারতীয় সমাজে জাত ব্যাবস্থার শিকড়ও গভীর ও প্রাচীন। এই জাত ব্যাবস্থা মুলত শোষণমূলক এবং সামাজিক বঞ্চনার একটি কাঠামো। জাত বৈষম্যের মাধ্যমেই দলিত ও দলিত শ্রেণীর বিশেষীকরণ। দলিত শব্দটি প্রাচীন না হলেও, এই শব্দটির নির্দেশক গোষ্ঠী প্রাচীন। সমাজে তাদের অবস্থান দৃঢ়, তারা সংখ্যাগুরু কিন্তু তাদের বঞ্চনার ও শোষণের ইতিহাস প্রাচীন। জাত ব্যাবস্থা নিয়ে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণা আমরা পাই যেমন- ডুমো, ঘুরে, শ্রীনিবাস, বেতে, দিপাঙ্কর গুপ্তা ইত্যাদি। এই বিখ্যাত তাত্ত্বিকদের গবেষণা মুলত জাত ব্যাবস্থার সার্বিক কাঠামোগত দিক তুলে ধরেছিলেন। এদের লেখায় সামাজিক সচলতা এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস এই দুটি ধারনাকে চলক হিসাবে পাওয়া যায়। সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় শুধুমাত্র দলিত শ্রেণী নিয়ে চর্চা নেহাত কম নয়, কিন্তু সেখানেও কিছু তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায় যেমন- কাঠামোবাদী বা কার্যনির্বাহী প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এবং দ্বন্দ্বমূলক প্রেক্ষাপট।[১] উক্ত প্রেক্ষাপট গুলি দ্বারা আবহমান সমাজ- সমাজ ব্যাবস্থা- সমাজ পরিচলনের ধরন বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে আমাদের সুবিধা হয় কিন্তু এই বিশ্লেষণ আনেক বেশি বিমূর্ত এবং বস্তুগত দিক থেকে দূরে অবস্থান করে। এই সমস্যা থেক নিস্তার পাওয়া কঠিন, তা সত্তেও সমাজবিজ্ঞানে বিশ্লেষণের সময় একটি তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের সাহায্য নিতেই হয়।

এই প্রবন্ধে আমি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পদ্ধতির (Historical method) সাহায্যে দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক চিন্তা ভাবনার বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রের সাথে জাতের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেছি। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলকে উপস্থাপনা করা কঠিন কিন্তু অসম্ভভ নয়, আম্বেদকরকে নিয়ে যেমন ভাবে সমাজবিজ্ঞানের সব শাখায় চর্চা আছে, তেমন মণ্ডলকে নিয়েও করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকদের তথ্য ও তত্ত্বের সংমিশ্রন ঘটাতে হয়, কারন একজন ঐতিহাসিক যে ভাবে আর্কাইভ থেকে তথ্য এনে তার উপস্থাপনা করেন, একজন সমাজতাত্ত্বিক তৎকালীন ও সমসাময়িক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে সেই উপস্থাপনার বিশ্লেষণ করেন । ফলে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলনামুলক ভাবে জটিলতা অর্জন করে। এই প্রবন্ধে মণ্ডলের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যতটা তথ্য নির্ভর তার থেকে বেশি তত্ত্ব কেন্দ্রিক। মণ্ডলের তত্ত্ব কেন্দ্রিক বিশ্লেষণকে একটি নতুন প্রয়াসের সূচনা বলা যেতে পারে। মণ্ডলের উপর গবেষণার প্রারম্ভিক পর্বে লিখিত বা মুদ্রিত তথ্যের অপ্রতুল্যতা হতে পারে বলে ধারনা ছিল, কিন্তু গবেষণার কাজ এগোনের সাথে সাথে বুঝতে পারলাম মুদ্রিত তথ্যের অপ্রতুল্যতা নেই, রয়েছে তত্বগত বিশ্লেষণের খামতি। এই প্রবন্ধে আমি যে ভাবে মণ্ডলকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি, সেটি তত্ত্বগত চর্চার পরিধি বৃদ্ধি করতে পারে।

### দলিত কী এবং কে?

দলিত শব্দটি একটি ধারনা, যেটি ভারতীয় সমাজে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী কে চিহ্নিত করতে ব্যাবহার করা হয়। এই চিহ্নিতকরনের মাধ্যমে একজন ব্যাক্তিকে সমাজ একটি stigma প্রদান করে থাকে। এই stigma টি এসেছে কোথা

থেকে? এটি এসেছে আমাদের হিন্দু সমাজের প্রাচীন শাস্ত্র থেকে। ভারতীয় হিন্দু সমাজ ব্যাবস্থায় প্রাচীন কাল থেকেই জাত কাঠামো বর্তমান। এই সমাজ ব্যাবস্থা পৌরাণিক শাস্ত্রের বিধান দ্বারা পরিচালিত। আমরা যদি ঋগ বেদের উল্লেখ করি, সেখান থেকে বলতে পারি যে তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য এদের উল্লেখ বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু শূদ্রদের উল্লেখ মাত্র একবার, কিন্তু ঋগ বেদে Dasa ও Dasyu এই দুটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আনেকবার আছে। ফলে শূদ্র হিসাবে Dasa ও Dasyu কে নির্দেশিত করা যায়, এদের গায়ের রঙ কালো ও ধূসর, এবং সমাজের চতুর্থ বর্ণ।[২] আম্বেদকরের 'Who were the Sudras' গ্রন্থে শূদ্রের পরিচয় হিসাবে আমরা যা পাই সেটি হল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব থেকে শূদ্র বর্ণ এসেছে, ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাবলে শূদ্রদের বৈশ্যদের থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৩] পৌরাণিক সময়েও যেমন সবর্ণ দ্বারা শূদ্র শোষিত হত, সেই বৈষম্যের ধারা বর্তমান সময়েও প্রবাহমান।

বৈদিক এবং বৈদিক পরবর্তী সময়ে দলিত ধারনার উল্লেখ পাওয়া যায় না, পরিবর্তে অস্পৃশ্য শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অস্পৃশ্যতার বিশ্লেষণ করার জন্য শুদ্ধ- অশুদ্ধ (Purity and Pollution) ধারনার প্রয়োজন। এই ধারনাটি সমাজ ব্যাবস্থায় বহুল প্রচলন হয়েছে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের মাধ্যমে, যেমন স্মৃতি, সংহিতি, উপনিষদ এই ধরনের শাস্ত্র- যেখানে শূদ্রদের অশুদ্ধ (Polluted) বলে চিহ্নিত করেছিল। বিভিন্ন ধর্ম সূত্র দ্বারা, শূদ্র বর্গের সংস্পর্শে কীভাবে উচু জাত অশুদ্ধ হতে পারে এবং তার থেকে কী ভাবে শুদ্ধ হওয়া যায় তার বিধান দিত। যার ফলস্বরুপ অস্পৃশ্য শ্রেণীর অবস্থান সামাজিক কাঠামোতে একেবারে নিচে ছিল, বাসস্থান ছিল গ্রামের শেষ প্রান্তে, জল নেওয়া থেকে শুরু করে চলাচল করার রাস্তা সব কিছুতেই শুদ্ধ- অশুদ্ধতার (Purity and Pollution) বৈপরীত্য বা Binary ছিল। ফলে শূদ্র শ্রেণী সব ক্ষত্রেই বঞ্চনার শিকার হত। পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ যখন সাম্রাজ্যবাদের অধীনে এল, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এলো তখন তারা ভারতীয় সমাজের জনগনের মধ্যেকার বৈচিত্র্যকে বোঝার জন্য, জাত ব্যাবস্থাকে বোঝার জন্য এবং ভাল ভাবে শাসন করার জন্য জনগননা বা Census শুরু করেছিল। 'দলিত' শব্দটি তৈরি হওয়ার জন্য যেমন হিন্দু সমাজ ব্যাবস্থা দায়ী তেমনি ব্রিটিশ জনগণনাও (Census) দায়ী। এই জনগননার মাধ্যমে শূদ্রদের 'Scheduled Caste' শব্দ বন্ধনী দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেখান থেকেই দলিত শব্দের আগমন। ১৯৩০ এর দশক থেকেই Depressed Classes এর এর হিন্ধি ও মারাঠি অনুবাদ হিসাবে 'দলিত' শব্দটির ব্যাবহার শুরু হয়।[৪] ওই সময় দলিত বন্ধু নামে একটি সংবাদ পত্র প্রাকাশিত হত।[৫] আম্বেদকর দলিত শব্দের ইংরেজি ভাষান্তর করেছিলেন 'Broken Men' হিসাবে। ব্রিটিশদের কাছে শূদ্র শুধু সংখ্যা হিসাবে গুরুত্ব পেল, কারন সংখ্যাকে ব্যাবহার করে যেমন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হয়েছে, তেমনি জাত রাজনীতি হয়েছে, ভোটের রাজনীতিও হয়েছে। শূদ্রদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিভাষায় (Nomenclature) চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। 'হরিজন' ও 'দলিত' এই দুটি পরিভাষা সব থেকে বেশি জনপ্রিয়। ওমভেটের (Omvedt) মতে ১৯৭৩ সালে স্বাধীন ভারতে দলিত প্যান্থার তাদের ম্যানিফেস্ততে পুনরায় দলিত শব্দটিকে জনপ্রিয় করে তোলে।[৬] এছাড়া দলিত শব্দের দুটি ব্যাখ্যা খুব গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমত মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা, যেটি ভারতীয় সমাজকে শ্রেণী ব্যাবস্থার আদলে দেখে এবং দলিতদের একটি পিছিয়ে পরা শ্রেণী হিসাবে দেখে, অন্যটি হল জাত ব্যাবস্থা ভিত্তিক ব্যাখ্যা- দলিত হল অশুদ্ধ জাত।[৭] এই জাত ব্যাবস্থা কেন্দ্রিক মতামত বহুল চর্চিত ও প্রশ্নের সম্মুখীন। এই জাত ব্যাবস্থা দ্বারা সৃষ্ট হয় বঞ্চনা, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের বঞ্চনা। এই বঞ্চনা দূর করার জন্য মাহাপ্রানদের এগিয়ে আসতে হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে। এদের মধ্যেই একজন হল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বাংলার সবথেকে বেশি জনপ্রিয়, প্রভাবশীল ও বিতর্কিত দলিত নেতা।

## যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল- সংক্ষিপ্ত জীবনী -

১৯০৪ সালের ২৯ শে জানুয়ারী বরিশাল জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশে) গৌরনদী থানার মৈস্তারকান্দি গ্রামে একটি দরিদ্র নমঃশূদ্র পরিবারে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল জন্ম গ্রহন করেছিলেন। প্রতিকূল আর্থিক পরিস্থিতি ও জাত বৈষম্য উপেক্ষা করে মণ্ডল নিজেকে আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৩৬ সালের ২৫ শে জুলাই মণ্ডল বরিশাল সদর আদালতে যোগদান করেছিলেন।[৮] এই বছর তিনি বরিশাল সদর লোকাল বোর্ড ও পরের বছর ১৯৩৭ সালে তিনি জেলা

বোর্ডের সদস্য হন। কিন্তু এসবের থেকেও যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল ১৯৩৭ সালের সাধারন নির্বাচন, যেখানে নমঃশূদ্র যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল একটি অসংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে হিন্দু উচু জাতের জমিদার কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করেন। এই জয় কোন সাধারন জয় ছিল না, এটিকে Charismatic জয় বলা যায় কিন্তু এই জয়ের পিছনে জাত পরিচয়ের রাজনীতি, সংখ্যার রাজনীতি যেমন ছিল, তার থেকেও বড় ছিল মণ্ডলের সমাজ, জাত, শ্রেণী ও রাষ্ট্র সম্পর্কের বোধ। মণ্ডলের যেমন ব্যাক্তিগত গ্রহনযোগ্যতা ছিল তেমনি মণ্ডলের সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান নির্বাচনে তার জয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০ সাল এই সময় মণ্ডলের সোনালী যুগ। এই সময় তিনি খাজা নাজিমুদ্দিন থেকে শুরু করে সোহরাওয়ারদি, জওহরলাল নেহেরু, জিন্না এদের মন্ত্রী সভায় কাজ করেছিলেন। এই সময়ে মণ্ডল সমবায় ও ঋণ মন্ত্রী, বিচার- পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ মন্ত্রী, নেহেরুর নেতৃতে ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন মন্ত্রী এবং স্বাধীন পাকিস্থানের আইন মন্ত্রী ও স্পিকার হিসাবে পদ গ্রহন করেছিলেন।[৯] ফলে বোঝাই যাচ্ছে সেই সময় মণ্ডল ক্ষমতার অলিন্দে ছিলেন। এত সময় ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকার পরও মণ্ডল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেনি। ১৯৫০ পরবর্তী সময় তার জীবন ছিল ধূসর, প্রতিকূলতায় ভরা। এই সময় তিনি রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা পুনরদ্ধার করতে লড়াই করেন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ধুসরতার রং অনেক গাঢ়, সহজে যায় না। মণ্ডলের মুসলিম লিগের সাথে রাজনৈতিক জোটকে তৎকালীন প্রভাবশালী রাজনৈতিক অক্ষ একটি সাম্প্রদায়িক জোট হিসাবে চিহ্নিত করে দেওয়ার সফল চেষ্টা হয়েছিল। যার ফলে মণ্ডলের অবিভক্ত বাংলার ব্যক্তব্যকে কোনভাবেই প্রচারের আলোতে আনা হয় না। এর কারন হিসাবে ঐতিহাসিকরা বিস্তারিত যুক্তি হয়ত দিতে পারবেন, কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক ভাবে দেখলে প্রভাবশালী রক্ষণশীল exclusive রাজনীতির কাছে উদারনৈতিক inclusive রাজনীতির পরাজয় হিসাবে চিহ্নিত হবে। স্বাধীন ভারতে অনেক গুলো নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের ৫ তারিখে, মণ্ডল মারা যান।[১০] এই পরাজয় শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক পরাজয় হিসাবে বিশ্লেষিত হতে পারে না, এই পরাজয় দলিত- বহুজনবাদের পরাজয়, পশ্চিমবঙ্গের দলিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরাজয়। এই পরাজয় কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে।

**জাত-রাষ্ট্রের ধারনায় মণ্ডলের অবস্থান -**

জাত- রাষ্ট্র (Caste-State) সম্পর্ক বোঝার প্রয়োজন কী? প্রয়োজন কারন ভারতীয় সমাজে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজে জাত পরিচয়, একজন ব্যাক্তির এবং একটি গোষ্ঠীর সামাজিক কাঠামোতে অবস্থান নির্দেশিত করে। এই সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী ব্যাক্তি বা গোষ্ঠী সামাজিক মিথস্ক্রিয়া করে থাকে। এই ব্যাবস্থা ভারতীয় সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ (Institutional form) অর্জন করেছে। ফলে রাষ্ট্রের সাথে ব্যাক্তির জাত কেন্দ্রিক একটি সম্পর্ক স্পষ্ট ভাবে তৈরি হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের ভোট রাজনীতির (Electoral Politics) ধারা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা জাত- রাষ্ট্র (Caste-State) সম্পর্কের বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারব। আবার এই ক্ষেত্রে দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথকে আলোচনার কেন্দ্রে আনার প্রয়োজনীয়তা কী? প্রয়োজন কারন, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের সমাজ সম্পর্কে ও জাত সম্পর্কে ধারনা তৎকালীন অন্যান নেতাদের তুলনায় ভিন্ন, যেমন তার মতে-

> "পৈতা পইরা আর পদবী পালটাইয়া নমশুদ্ররা কুনদিন কাস্ট- হিন্দু হইবার পারব না। আরে, বামুন- কায়েত- বৈদ্যরা তো শুধু হায়ার কাস্ট না, হায়ার কালচার । সেই কালচার তুমি পাইব্যা ক্যামনে- এডুকেশন ছাড়া?"[১১]

এই ধারনা জাত সম্পর্কে ভিন্ন ভাবে ভাবতে উৎসাহ দেয়, ফলে মণ্ডলের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এছাড়া জাত- রাষ্ট্র ধারনা Identity Conscious বা আত্ম চেতনার জন্ম দেয়, এক্ষেত্রে অধ্যাপক টি. কে. ওমেন বলেছেন-

> "Dalit consciousness is a complex and compound consciousness, which encapsulates deprivations stemming from inhuman conditions of material existence, powerlessness and ideological hegemony."[১২]

ফলে এই জটিল ও যৌগিক চেতনা বুঝে বা উপলব্ধি করে ক্ষমতাহীন থেকে ক্ষমতাশীল হওয়ার সুযোগ আসে, যার জন্য জাত- রাষ্ট্র সম্পর্ক বোঝা অত্যন্ত জরুরি, অন্যদিকে এই প্রবন্ধে জাত- রাষ্ট্র (Caste-State) সম্পর্কের ক্ষেত্র বা

ফিল্ড হল বাংলা, অবিভক্ত ব্রিটিশ বাংলা। পশ্চিম ভারতের ক্ষেত্রে যেমন আম্বেদকর খুব গুরুত্বপূর্ণ, তেমন আমাদের বাংলার ক্ষেত্রে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ, যাকে 'বাংলার আম্বেদকর' বলা হয়।[১৩] ফলে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাবহার করে মণ্ডলের রাজনৈতিক ও সামজিক বোধের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তার একটি রাজনৈতিক দর্শন যাকে আমি স্বপ্ন বলে এই প্রবন্ধে ধারনাকরন করেছি, সেটা হল দলিত- মুসলিম জোট। দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে মণ্ডলের স্বপ্নের সমাজতাত্ত্বিক অনুসান্ধান এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়, ফলে এই সমাজতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রে যে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট প্রয়োজন সেটা হল কাঠামোবাদী ধারনা, এবং মার্ক্সবাদী ধারনা।

**জাত- রাষ্ট্র সম্পর্ক -**

জাত কী- জাত হল ব্যাক্তির একটি পরিচিতি যার মাধ্যমে সামাজিক শোষণের প্রক্রিয়া চলে। রাষ্ট্র কী- মার্ক্সবাদী ব্যাখা অনুসারে রাষ্ট্র হল শোষণের যন্ত্র। ফলে জাত ও রাষ্ট্র উভয়ই শোষণের প্রক্রিয়ার সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত। জাত একজন ব্যাক্তির পরিচয়, সেই ব্যাক্তি রাষ্ট্রে বিভিন্ন উপায়ে শোষিত হচ্ছে। জাত পরিচয়ের কাঠামোবাদী কিছু ভুমিকা সমাজে আছে বলে মনুবাদীরা বিশ্বাস করে ও প্রচার করে। যারা সামাজিক কাঠামোতে নিচে অবস্থিত, যারা নিচু জাত বলে চিহ্নিত, যাদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে, শুদ্ধ- অশুদ্ধতার মতাদর্শ ব্যাবহার করে যাদের প্রান্তিকে পরিনত করে রাখা হয়েছে তাদের সামাজিক অধিকার কেড়ে নিয়ে জাত ব্যাবস্থার কার্যকরী বা Functional দিক তুলে ধরতে চেয়েছেন, তারা মুলত ক্ষমতার হস্তান্তর চায় না। সামাজিক স্থিরতা বজায় রেখে ভারতবর্ষে এই ব্যাবস্থা প্রাচীন সময় থেকে চলছে। আম্বেদকর এই ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তৎকালীন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যাবস্থা মনে করল এই জাত ভিত্তিক বিভাজিত সমাজে শাসন করার জন্য এই নিচু জাতের মধ্যে বিভাজনের সরকারি শিলমোহর প্রয়োজন। তারা সেটা দিল। সাথে দিল ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতি, যার মাধ্যমে নিচু জাতের মধ্যে থেকে জনপ্রতিনিধি উঠে আসল। এই সময় থেকেই রাষ্ট্রের সাথে জাতের, বিশেষ করে নিচু জাতের একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠা শুরু হল। এর আগে নিচু জাতের লোকেরা স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন থেকে বিরত ছিল, ঐতিহাসিকরা যুক্তি দিয়েছেন যে স্বদেশি আন্দোলন উচু জাতের বিত্তবান শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত, এই আন্দোলনে অংশগ্রহন করলে নিচু জাতের লোকেদের সামাজিক অবস্থা কোন ভাবেই পরিবর্তন হবে না। দেশের স্বাধীনতার পরিবর্তে পেটের খিদে মেটানোর ব্যাবস্থা করতে নিচু জাতের লোকেরা বেশি ব্যাস্ত থাকল। ফলে তখন থেকেই নিচু জাতের থেকে রাষ্ট্রের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই দূরত্ব মিটল রাষ্ট্রের সক্রিয় ভুমিকায়। উল্লেখ্য বিষয় হল ১৯২০ সালের সময় থেকেই সারা ভারতে জাত ভিত্তিক সমাজের প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল, রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল, শহরের আধিপত্য কমে আসছিলো, মফস্বল পরিচিতি পেতে শুরু করে ছিল এবং এর প্রভাব তৎকালীন সামজ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজের উপরেও লক্ষণীয়।

একজন নিচু জাতের ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে, সমাজ থেকে কী আশা করে এবং কী পায়? এই প্রশ্নের উত্তরের পিছনে লুকিয়ে আছে জাত- রাষ্ট্র সম্পর্ক। যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল বাংলার নিচু জাতের মানুষদেরকে এই রাষ্ট্র সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, রাষ্ট্রের কাছে নিজেদের কথা কথা তুলে ধরে অধিকার আদায় করার প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করিয়েছিলেন। নিচু জাতের ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ Recurring grant বা রেকারিং অনুদানের জন্য সক্রিয় হতে বলেছিলেন, পরবর্তী সময়ে সেই অনুদান পাওয়াও গেল। কোন ভাবেই জাত ব্যাবস্থাকে সমর্থন না জানিয়ে, নিজেদের নিচু জাত পরিচয়কে প্রাতিষ্ঠানিক করার চেষ্টা করেছিল। এই সুত্রে মণ্ডলের সমালোচনা হয় এই ভাবে যে, আম্বেদকর যেমন জাত ব্যাবস্থাকে ভাঙতে চেয়েছিলেন মণ্ডল সেটা চায় নি, বরং মণ্ডল তার জাত অবস্থানের রাজনৈতিক সুবিধা নিয়েছিল। কিন্তু আমার বক্তব্য হল মণ্ডল একটি বিকল্প পথের, বিকল্প রাজনিতির সূচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির (inclusive politics) সূচনা করতে চেয়ছিলেন, রাষ্ট্রের সাথে নিচু জাতের লোকেদের সংযোগ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, রাষ্ট্র ক্ষেত্রে অধিকার অর্জনের চেষ্টা করে নিজদের স্বাধীন স্বত্তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীনতা পূর্বে ভারতে ১৮৭৩ সালে মহারাষ্ট্রের দলিত নেতা জ্যোতিরাও ফুলে থেকে শুরু করে ১৯৩০ এর

দশকে প্রথমে আম্বেদকর এবং পরে মণ্ডল সাবই সরকারি ক্ষেত্রে নিম্ন বর্গের ব্যাক্তির জন্য সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন[১৪], স্বাধীনতা উত্তর ভারতেও নিম্ন বর্গের মানুষদের সরকারি সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ফলে মণ্ডলের বিকল্প জাত রাজনীতি, জাতের প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়ার চেষ্টা, এবং রাষ্ট্র- জাত সরাসরি কথপকথনের সমালোচনা ভিত্তিহীন। আমাদের মনে রাখতে হবে এই সময়ে বঙ্গে একটি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত ধরে জাত ভিত্তিক সমাজে ক্ষমতার সম্পর্কে দ্রুত পরিবর্তন আসছিলো। ফল স্বরুপ জাতের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল। পুরনো প্রশ্নে ফিরে যাই যে, রাষ্ট্র থেকে নিচু জাতের ব্যাক্তি কী চায়? ব্যাক্তি চায় নাগরিক অধিকার। ব্রিটিশ শাসক ব্রাহ্মনবাদের হাত থেকে নাগরিক অধিকার নিচু জাতের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, আম্বেদকরের মত নেতারা নিচু জাতের লোকের মধ্যে সেই জাত সচেতনতা সৃষ্টি করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। অধ্যাপক সুদীপ্ত কবিরাজ বলেন রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারনা[১৫], যাকে ধরা যায় না, কিন্তু তার প্রভাব অনেক বেশি, সেটা অনুভব করা যায়। যেমন এখানে রাষ্ট্র নাগরিক অধিকার প্রদান করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, এটা ধারনাকরন করা গেছে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিমূর্ততা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়নি।

## স্বপ্ন-যুক্তি ও বিতর্ক –

- **স্বপ্ন**

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, নমঃশূদ্র- মুসলমান জোট তথা দলিত- মুসলিম জোট। মণ্ডলের ভাষায়-

'বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে নমশূদ্রের অর্থনৈতিক স্বার্থের মিল রয়েছে। মুসলমানরা ছিল মুলত কৃষক শ্রমিক, অস্পৃশ্যরাও তাই। ...তারা উভয়েই ছিল লেখা পড়ার দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী' [১৬]।

এছাড়াও ওরাকান্দির ঠাকুর বাড়িতে নমঃশূদ্র বিজয় যাত্রা উপলখ্যে একটি অনুষ্ঠানে মণ্ডল বলেছিলেন-

শেখ আর শুদ্দুরের একই দুশমন।।
বামুন- কায়েত- বৈদ্য উচ্চ হিন্দুগন।
পদ্মবিলায় কুনো কালে কাইজ্যা হয় না।।
কাইজ্যার গল্প- গান মিথ্যা রটনা। [১৭]

তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই জোট ছিল শ্রেণিভেদ- জাতিভেদ- অর্থনৈতিক ভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অস্ত্র। ১৮৭২ সালের জনগনা অনুসারে বাংলায় ১ কোটি ৭৬ লাখ মুসলমানের মধ্যে উচু বংশের আছে মাত্র ৩ লাখের মত, আর প্রায় ১ কোটি ৭৫ লাখ হিন্দুর মধ্যে উচু জাত আছে মাত্র ২৩ লাখ, বাকি সব শূদ্র। ফলে তৎকালীন বাংলায় ৩ কোটি ৬১ লাখ জনগনের সিংহ ভাগ হল অস্পৃশ্য শূদ্র ও নিচু জাতের মুসলমান বাঙালি।[১৮] ফলে এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে জোট হলে নিপীড়িত শোষিত মানুষের সার্বিক জোট হত, এবং ভদ্রলোকদের আধিপত্য এবং শোষণের মাত্রা কমার প্রবনতা তৈরি হত। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল মুসলমান ও নিছু জাতের মধ্যে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক জোট হতে পারে তার নিদর্শন কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনের সময় পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার উল্লেখ লেখক আলতাফ পারভেজ তার গ্রন্থ 'যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ' এ দিয়েছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত 'সদুপায়' নিবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

> "বরিশাল হইতে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাইলাম, যদিও আজকাল করকচ লবন বিলাতি লবনের চেয়ে সস্তা হইয়াছে তবু মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবন খাইতেছে। সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতি লবন বা কাপড় ব্যাবহার করেন না। তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।... অনেক স্থলে নমঃশূদ্রদের মধ্যেও এরুপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া জাইতেছে...। আমরা ধৈর্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা- অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া, বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার- সাধনের কাছে আর কোন ভালোমন্দকে গন্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না।... বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাড় করাইয়াছি।" [১৯]

ফলে জাতীয়তাবাদের প্রথম পর্বেই এই দুটি শ্রেণী কাছাকাছি আসতে শুরু করেছিল। এই জোটের স্বপ্ন যে অলিক নয় তার প্রমান মেলে মণ্ডল যখন সাধারন অসংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী জমিদার সরল দত্তকে পরাজিত করল তখন বরিশাল হিতৈষী পত্রিকার সম্পাদক দুর্গামোহন সেনের কথায়- 'তোমারে জিত্যাইছে এডডা জাগরণ। সেই জাগরণে তোমাগ জাইতের মনুষ্যরা, মুসলমানরা আর আমাগো মত ভদ্র হিন্দুদের কেউ কেউ- মিল্যা গেছে'।[২০]

- **যুক্তি –**

যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল যে দলিত ও মুসলমানের মধ্যে জোটের কথা বলেছিলেন তার কিছু যুক্তি তুলে ধরা হল-

1. দলিতদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই জোট গুরুত্বপূর্ণ। এটি আত্মসন্মান প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল। যার প্রমান ১৯৩৭ এর নির্বাচনে মণ্ডলের জয়। মুসলমান সম্প্রদায় যেমন পৃথক নির্বাচনী ব্যাবস্থার জন্য লড়াই করেছিল, তেমন নিচু জাতের লোকেরাও দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যাবস্থা চাইল, আম্বেদকর ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্যার জন সাইমনের নেতৃতে গঠিত কমিশনের কাছে উক্ত দাবি জানিয়েছিলেন।[২১] নিম্নবর্গের মানুষের সঠিক প্রতনিধি যে কংগ্রেস নয় তার প্রমান বারে বারে পাওয়া গেছে, এর মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৩৩ সালের অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তকরন আইনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতিবাচক মনোভাব ও বিরুদ্ধতা যার জন্য উক্ত বিলটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল।[২২] ফলে নিচু জাতের প্রতিনিধি তারা নিজেরাই, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য তাদের পৃথক লড়াই করতে হবে, সেই লক্ষ্যে দলিত- মুসলমান জোট একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ।
2. নিম্নবর্গীয় কৃষক, জেলে, মুচি ইত্যাদি জনগন শুধুমাত্র যে সামাজিক বঞ্চনার থেকে মুক্তি চেয়েছিল তা নয়, তারা অর্থনৈতিক শোষণ মুক্ত জীবনও চেয়েছিল, ফলে এই দলিত মুসলমান জোট মুলত শ্রেণী ভিত্তিক জোট। অধ্যাপক শেখর বন্দোপাধ্যায় বলেছেন এই সময় বাংলায় জাত ভিত্তিক রাজনীতি শ্রেণীর সাথে মিশে যাওয়ার সম্ভবনা তৈরি হয়েছিল জেটা হল মুলত- জাত ও শ্রেণীর ফিউসন। [২৩]
3. দলিত- মুসলমান জোট একটি 'বহুজনবাদী' রাজনৈতিক কৌশল, মণ্ডল যাকে মনুবাদ বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন, যেটিকে ছোটলোকদের জোটও বলা যায়।[২৪]
4. "শূদ্র সমাজের জমির আইল যার সঙ্গে রাজনীতি হতে হবে তার সঙ্গেই"[২৫] মণ্ডলের এই দর্শন তৎকালীন বাংলার রাজনীতিতে নতুন ও ভিন্ন স্বাদের। এই দর্শন অনুযায়ী দলিত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কাছে ব্রাহ্মণও যা কংগ্রেস ও তাই, ফলে সম অর্থনৈতিক অবস্থায় বসবাসকারী মুসলমান কৃষকে মণ্ডল নিচু জাতের মিত্র হিসাবে দেখতেন, তাদের সাথে জোট করে জমির অধিকার নিয়ে লড়াইয়ে নামতে কোনোরকম দ্বিধা বোধ তিনি করতেন না।
5. ১৯৩৭ সালের সাধারন নির্বাচনে বাংলায় তফসশিলিরা ৩২ টি আসনে জয়লাভ করেছিল, এর ফলে তপশিলিরা হয়ে উঠেছল রাজনৈতিক 'প্রেসার গ্রুপ'।[২৬] মণ্ডল সহ ৩২ জন তফসিল প্রার্থী মুসলিম লিগকে সমর্থন জানালে ১৯৪৩ সালে নাজিমুদ্দিন সরকার তৈরি করতে পারেন, এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে দলিত- মুসলিম জোটের ফলে তফশিলিদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল, তারা রাজনীতির একটি একটি তৃতীয় ধারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[২৭]

- **বিতর্ক –**

দলিত তফশিলিদের সাথে মুসলমানের জোট নিয়ে যে বিতর্ক আছে সেটা সম্পূর্ণ ভাবে উচু জাতের হিন্দু ভদ্রলোকদের দ্বারা সৃষ্ট। এই ভদ্রলোকদের মধ্যে অবশ্যই তৎকালীন আধিপত্যকারি রাজনৈতিক দলও ছিল, অর্থাৎ কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি। দলিত- মুসলমান জোট মানে সংখ্যা গরিষ্ঠের জোট। ফলে ক্ষমতার অলিন্দে যারা বসে আছেন, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মণ্ডলকে ও তার রাজনৈতিক ভাবনাকে পরাজিত করতে নানা রকম কৌশল নেওয়া হয়েছিল। মণ্ডল যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন, যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব ছিলেন সেই ধারনাকে উচু জাতের ভদ্রলোকরা কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারে নি। ১৯৪৫ সালে মণ্ডল বঙ্গীয় প্রাদেশিক

তফশিলি জাতি ফেডারেশনের প্রথম মহাসম্মেলনে সভাপতি হিসাবে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার ছত্রে ছত্রে এই হিন্দু উচু জাতের গাজ্বালানি তুলে ধরেছিলেন। দলিত- মুসলিম জোটের কথা বলে মণ্ডল তফশিলি জাতির এম. এল. এ. দের নিয়ে মুসলিম লিগের সাথে রাজনৈতিক বোঝাপড়া তৈরি করে সরকারে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং মণ্ডল নিজে মুসলিম লিগের প্রার্থী হিসাবে ভারত সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে দলিত- মুসলিম জোটকে নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক নিম্নে তুলে ধরা হোল-

১. দলিতরা হিন্দু সমাজের অংশ হয়ে কিভাবে মুসলমানের সাথে জোট করে?

২. মণ্ডল দেশ ভাগের বিপক্ষে ছিলেন, আবার মুসলিম লিগের সাথেও ছিলেন- ফলে সারা বাংলা জুড়ে মণ্ডলের প্রতি একটি রাজনৈতিক অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছিল, বা বলা যেতে পারে আধিপত্যকারি রাজনৈতিক মতবাদ এই অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে মণ্ডলের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে সহজেই সাম্প্রদায়িক গুটি খেলা যায়।

৩. মণ্ডলের এই রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে আম্বেদকর সহমত ছিলেন কিনা সেটা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।

৪. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দলিতদের বামুন- কায়েতদের লেঠেল হওয়া থেকে বিরত থাকতে বলে মণ্ডল একটি ঝুকি নিয়েছিলেন, সেটা পরবর্তী সময়ে তার বিপক্ষে যায়। যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল 'যোগেন মোল্লা' নামে টিটকেরি শুনেছিলেন।

## মণ্ডলের পরিণতি- দলিত বহুজন রাজনীতির হার -

মণ্ডলের পরিণতি আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি ক্ষেত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে- ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক। ঐতিহাসিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দলিত নেতা মণ্ডলের রাজনৈতিক অবস্থান, সেটা দলিত- মুসলিম জোটকে কেন্দ্র করে হোক বা কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার আধিপত্যের কাছে হার না মেনে স্বতন্ত্র স্বত্তা তৈরি করা এবং মুসলিম লিগকে সমর্থন করা, সব ক্ষেত্রেই ছিল radical বা বৈপ্লবিক ও দলিত স্বার্থ কেন্দ্রিক। ফলে তার পরিণাম মণ্ডলকে দিতে হয়েছে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা যে ভাবে সাম্প্রদায়িক আবেগকে কাজে লাগিয়ে দেশ ভাগ করেছিল, যেখানে তৎকালীন রাজনীতির তৃতীয় ধারা অর্থাৎ তফশিলি সম্প্রদায়ের কোন মতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, সেই দেশ ভাগ মণ্ডলের বহুজন রাজনীতির পতন ঘটায়। এই পতন এতটাই প্রবল ছিল যে স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দলিত রাজনীতি সেই ভাবে আর গড়ে উঠতে পারেনি। আবার এটিও বলা যেতে পারে যে, মুসলিম লিগ, বিশেষ করে জিন্না মণ্ডলকে রাজনৈতিক বোড়ে হিসাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যাবহার করেছিল, তিনি মণ্ডলকে আশ্বাস দিয়েছিল যে নবগঠিত পাকিস্তানে বর্ণ ভিত্তিক সমাজ ব্যাবস্থার পরিবর্তে মানবিক অধিকারের উপর ভিত্তি করে সমাজ গঠিত হবে, এই আশ্বাস পরবর্তী কালে কোন ভাবেই রাখা হয়নি বরং পাকিস্তান একটি ধর্ম ভিত্তিক দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মণ্ডল তফশিলিদের উন্নতির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন করতে গিয়ে নিজেই রাজনীতির শিকার হয়ে গিয়েছিল।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে দিকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হল দলিতদের সামাজিক সচলতার কৌশল। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় নিচু জাতের সামাজিক সচলতার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সংস্কৃতায়নের তত্ত্ব[২৮] গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে ধর্মান্তকরন প্রক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ। মণ্ডল এই দুটির কোনটাই গ্রহন করেন নি। তিনি মনে করতেন উচু জাতের অনুকরন করে সামাজিক ভাবে উপরে ওঠা যাবে না। মণ্ডল মনে করতেন উচু জাতের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, ফলে তফশিলিদেরও নিজস্ব সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে, সেই সংস্কৃতিকে অর্জন করতে গেলে শিক্ষা গ্রহন করতে হবে, নিজস্ব সংস্কৃতিকে উদযাপন করতে হবে (Celebrate own culture)। ঠিক যেমন মার্ক্সবাদ বলে শ্রেণী সচেতনতা না আসলে সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লব করে পারবে না, তেমনি তফশিলিদের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য যেমন শিক্ষা প্রয়োজন তেমন প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, গোষ্ঠী সচেতনতা এবং আত্ম চেতনা। মণ্ডল এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে তফশিলিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজে ব্রাহ্মনবাদ যেহেতু গভীর ও জটিল শিকড় বিস্তার করেছে, তার ফল স্বরুপ যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের মত দলিত নেতাদের নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজনের থেকে কম হয়েছে। আম্বেদকরকে নিয়ে যে পরিমান দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক,

রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা হয়েছে, মণ্ডলের ক্ষেত্রে তার সিকি ভাগও হয় নি। এটা হয়ত ভদ্রলোকদের ইচ্ছাকৃত অস্বীকার (Deliberatively misrecognize)।

**তথ্যসূত্র :**

১. Singh, KP. Liberation Movements in Comparative Perspective: Dalit Indians and Black Americans in S.M. Michael eds Dalits in modern India: vision and values. New Delhi: Sage, 2007, pp- 164

২. Kumar, R. Dalit Exclusion and Subordination. Jaipur: Rawat, 2013, pp- 9- 12

৩. Ibid, 13

৪. Webster. JCB. Who is a Dalit? in S.M. Michael eds Dalits in modern India: vision and values. New Delhi: Sage, 2007, pp- 76

৫. Idib, pp- 77

৬. Omvedt, Gail. Dalits and the Democratic Revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India. New Delhi: Sage Publications, 1994, pp- 11

৭. Webster. JCB. Who is a Dalit? in S.M. Michael eds Dalits in modern India: vision and values. New Delhi: Sage, 2007, pp- 76

৮. মণ্ডল, জগদীশ. মহাপ্রান যোগেন্দ্রনাথ (প্রথম খণ্ড). কোলকাতাঃ চতুর্থ দুনিয়া, ২০০৩, পৃ. ২২

৯. পারভেজ, আলতাফ. যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ. বাংলাদেশঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ১১

১০. Usuda, M. "Pushed towards Partition: Jogendranath Mandal and the Constrained Namasudra Movement" in Kotani (ed.), Caste System, Untouchability and the Depressed. New Delhi: Manohar, 1999, pp. 258.

১১. রায়, দেবেশ. বরিশালের যোগেন মণ্ডল. কোলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ২৫

১২. Oommen, TK. Protest and Change: Studies in Social Movement. New Delhi:Sage, 1990, pp. 256.

১৩. মণ্ডল, জগদীশ. প্রাগুক্ত, পৃ. ভুমিকা।

১৪. বিশ্বাস,মনোশান্ত. বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি. কোলকাতাঃ সেতু প্রকাশনী, ২০১৬, পৃ. ২৩০

১৫. Kaviraj, S. The Imaginary Institution of India: politics and ideas. New York: Columbia University Press, 2010, pp. 9.

১৬. পারভেজ, আলতাফ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০- ৯১

১৭. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ. জনপ্রতিনিধি. কলকাতাঃ অনুষ্টুপ, ২০১৩, পৃ. ৭৭

১৮. পারভেজ, আলতাফ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৯. তদেব, পৃ. ১৪- ১৫

২০. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

২১. পারভেজ, আলতাফ. প্রাগুক্ত পৃ. ১৭

২২. তদেব, পৃ. ১৭- ১৮

২৩. Bandopadhaya, S. (2011). Caste, Protest, and Identity in Colonial India The Namasudras of Bengal 1872 – 1947. New Delhi: Oxford University Press, pp. 10

২৪. পারভেজ, আলতাফ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২৫. তদেব, পৃ. ২৫

২৬. তদেব, পৃ. ২৫ , চট্টোপাধ্যায়, পার্থ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬- ৭৭

২৭. তদেব, পৃ. ২৭

২৮. Srinivas. MN. Social Change in Modern India. New Delhi: Orient Longman. 1972, pp.18